মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৬২৭

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৩. প্রথম অনুচ্ছেদ - সালাতের ফযীলত

بَابُ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ

আরবী

وَعَن جُنْدُب الْقَسرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ الْقشيرِي بدل الْقَسرِي

বাংলা

৬২৭-[৪] জুনদুব আল ক্বসরী (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ফজরের (ফজরের) সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করলো সে আল্লাহর যিম্মাদারিতে থাকলো। অতএব আল্লাহ যেন আপন যিম্মাদারীর কোন বিষয় সম্পর্কে তোমাদের বিপক্ষে বাদী না হন। কারণ তিনি যার বিপক্ষে আপন দায়িত্বের কোন ব্যাপারে বাদী হবেন, তাকে (নিশ্চিত) ধরতে পারবেনই। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে ফেলবেন। (মুসলিম)[1]

আর মাসাবীহের কোন কোন নুসখায় الْقَسْرِيِّ পরিবর্তে الْقُشَيْرِيِّ রয়েছে।

ফুটনোট

[1] সহীহ : মুসলিম ৬৫৭, আহমাদ ১৮৮১৪, সহীহাহ্ ২৮৯০।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: যে ব্যক্তি ফাজরের (ফজরের) সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) সাথে আদায় করলো সে ব্যক্তি আল্লাহর তত্ত্বাবধানে চলে গেল। আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা দিবেন। এখানে যিম্মা/তত্ত্বাবধান বলতে সালাতকে উদ্দেশ করা হয়েছে যা ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এর অর্থ হলো, তোমরা ফাজরের (ফজরের)

সালাতকে ছেড়ো না। যদি ছাড়ো তাহলে তা আল্লাহ এবং তোমাদের মাঝে যে অঙ্গীকার রয়েছে তা ভঙ্গ করার অপরাধে তিনি তোমাদেরকে ধরবেন। আর আল্লাহ কাউকে ধরতে চূড়ান্তভাবে পাকড়াও করবেন। অতঃপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। মূল কথা হলো, আল্লাহর কোন সামান্য ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55184

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন